দৈনিক বাংলা
34
তারিখ ... 17 SEP 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ কলাম ... ৬ ...

কোচিং ব্যবসা ঃ ১০ বছরে হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়েছে

মিডিয়া সিন্ডিকেট ঃ বিগত ১০ বছরে শ' শ' কোচিং সেন্টার নামের প্রতিষ্ঠানগুলো মেডিক্যাল, ডেন্টাল, সাধারণ কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তিচ্ছুদের কাছ থেকে হাজার কোটি টাকারও বেশী হাতিয়ে নিয়েছে।

সম্প্রতি রাজধানীর প্রধান কয়েকটি কোচিং সেন্টারের প্রসপেকটাসে বর্ণিত হিসাব অনুযায়ী এ তথ্য পাওয়া গেছে। সর্বনিম্ন ২,২০০ টাকা থেকে ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত কোচিং ফি গ্রহণকারী এসব নামী কোচিং সেন্টারগুলোর বিভাগীয় ছ'টি শহরসহ সারাদেশে ২০/২৫টি করে শাখা রয়েছে। সেগুলোতে বছরে হাজার-হাজার ছাত্র-ছাত্রী কোচিং ক্লাসে অংশ নেয়।

রাজধানীর ধানমন্ডি, মালিবাগ, মীরপুর, কলাবাগান, আরামবাগ, মৌচাক, সিদ্ধেশ্বরী, উত্তরা এলাকায় অবস্থিত কোচিং সেন্টারগুলোতে ব্যাপক অনুসন্ধানে জানা গেছে, সারাবছর, ভর্তি মওসুমসহ দু'টি সেশনে ৫০০ থেকে ১০০০ পরীক্ষার্থী এগুলোতে কোচিং-এ অংশ নেয়। ঢাকার একটি প্রথম শ্রেণীর কোচিং সেন্টারের প্রসপেক্টাস অনুযায়ী সারাদেশে তাদের ১৫টি শাখায় নির্ধারিত আসন এবং দু'টি সেশনে প্রতিবছর প্রায় ১০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী কোচিং-এ অংশ নেয়। তারা প্রায় তিন কোটি টাকা দেয় ফি হিসাবে।

গত দশকের শুরুতে অত্যন্ত বিচিত্র উপায়ে ও পন্থায় কোচিং সেন্টারের ব্যবসা শুরু হয়। অল্প ক'দিনের মধ্যেই এ ব্যবসাতে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হলে বিভিন্ন পন্থায় ছাত্র সংগ্রহ শুরু হয়। মোটা অংকের বিনিময়ে মেধা তালিকায় স্থান অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীদের

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কোচিং ব্যবসা ঃ ১০ বছরে হাজার

ছবি এবং হাতে লিখিত প্রশংসাপত্র, বিভিন্ন কলেজের শিক্ষক এমন কি শিক্ষামন্ত্রীকে প্ররোচিত করে তাদের ছবি ও প্রশংসাপত্র সংবলিত রঙিন প্রসপেক্টাস ইত্যাদি প্রকাশ করে বাজারে ছাড়া হয়। মেধা তালিকায় স্থান অধিকারী ছাত্রদের ছবি এবং প্রশংসাপত্র সংগ্রহের জন্য রয়েছে সাবএজেন্সি। ২০০-৫০০ টাকা হারে এ ধরনের সাব-এজেন্সিতে নিয়োজিত ব্যক্তিরা ঢাকাসহ চার বোর্ডের ফল প্রকাশের পরপরই বোর্ডে স্থান অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীর বাড়ি গিয়ে হাজির হয়ে তাদের ছবি এবং লিখিত প্রশংসাপত্র সংগ্রহ, পাশাপাশি নতুন পরীক্ষার্থীকেও মোটা অংকের কমিশনে কোচিং-এ ভর্তির যাবতীয় দায়িত্ব নেয়। এ জাতীয় প্রলোভন ও প্রতারণায় প্রভাবিত হয়ে প্রথাসিদ্ধ পড়াশোনা রেখে মফস্বল শহর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীরা কোচিং-এর দিকে ঝুঁকতে থাকে। এ পদ্ধতি এখনও অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া নগরীর সুবিধাজনক স্থানগুলোতে একই স্থানে কয়েকটি কোচিং সেন্টার থাকাতে ভর্তিচ্ছুদেরকে নিয়ে বাসযাত্রীর মতো টানাটানি পড়ে যায় বলে ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন।

বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে অংশগ্রহণকারী প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জাতীয় দৈনিকে বহুরঙা বিশাল বিজ্ঞাপন, আকর্ষণীয় প্রসপেক্টাস, উপরন্তু সাব-এজেন্সিং-এর প্রলোভনে ভাল কলেজে ভর্তির আশায় অনেক দরিদ্র পরিবারের পিতা জমি, হালের গরু, স্বর্ণালংকার ইত্যাদি বন্ধক রেখে বা বিক্রি করে সন্তানদের কোচিং সেন্টারে পাঠায়। স্বল্প সিলেবাসে নামমাত্র পড়াশোনা করিয়ে বোর্ডের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগসাজসের মাধ্যমে কোচিং সেন্টারের মালিকরা এসব ভর্তিচ্ছুদের এক ধাক্কায় ভর্তি পরীক্ষায় পাসের ব্যবস্থা করে।

এভাবে সারাদেশের হাজার-হাজার কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকের কাছ থেকে কোচিং সেন্টারের মালিকরা গত ১০ বছরে আনুমানিক এক হাজার কোটি টাকারও বেশী হাতিয়ে নিয়েছে।

ছবি বিক্রি সম্পর্কে বিগত বছরে রাজশাহী বোর্ডে স্থান অধিকারী একজন ছাত্রের কাছে জানতে চাইলে সে বলে—পরীক্ষার পর বেড়াতে যাবো, তাই কিছু টাকা প্রয়োজন, তখন অচেনা এক লোক এসে বেশকিছু অর্থের বিনিময়ে ছবি ও লিখিত প্রশংসাপত্র চাইতেই দিয়ে দেই। বিগত বছরে ঢাকা বোর্ডে স্থান অধিকারী একজন ছাত্র এ সম্পর্কে বলেন, জাতীয় দৈনিক ও প্রসপেক্টাসে বাবা-মা'র ছবিসহ প্রকাশিত হওয়ার লোভে তাদেরকে ছবি ও প্রশংসাপত্র দিয়েছি। উল্লেখ্য, একই ছাত্র-ছাত্রীর ছবি বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে প্রকাশিত হওয়ায় রাজধানীর প্রধান দু'টি কোচিং সেন্টারের মালিকের মধ্যে চরম দ্বন্দ্ব চলছে। কোচিং-এর পড়াশোনা সম্পর্কে রাজধানীর প্রথম শ্রেণীর একটি স্কুলের প্রবীণ শিক্ষক বলেন, কোচিং এবং এ ধরনের অপতৎপরতা মেধাবী, অ-মেধাবী সব ছাত্রেরই মেধা বিকাশের প্রধান অন্তরায়।

একটি কোচিং সেন্টারের মালিকের নিয়ন্ত্রণাধীনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন মাত্র ছাত্র-ছাত্রী লেকচার প্রতি সর্বনিম্ন ১০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ২০০ টাকা হারে সম্মানী নিয়ে কোচিং দিয়ে থাকে।

ব্যাপক অনুসন্ধানে আরও জানা যায়, পারসোনাল কম্পিউটার, বিদেশে যাওয়া-আসার বিমান ভাড়ার টিকিট ইত্যাদি উপহারের প্রলোভন দিয়ে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে ঢাকা বাড়ি করেছেন বেশীর ভাগ কোচিং সেন্টারের মালিক। কোটি কোটি টাকা আয় করলেও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক এবং আইনগত কোন অনুমতি বা এ সংক্রান্ত নীতিমালা নেই। বেশীর ভাগ প্রতিষ্ঠান নিয়মিত রাজস্বও দেয় না। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সন্তানদের বিনামূল্যে অথবা কমিশনে কোচিং দেয়া হয়।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এগুলোর আইনগত কোনও ভিত্তি নেই এবং বোর্ড থেকে কোচিং সেন্টার পরিচালনার কোনও অনুমতিও দেয়া হয়নি।

কোচিং সেন্টারে ভর্তি [illegible] কলেজে ভর্তি হয়েছে এ ধরনের একজন ছাত্রের মা কোচিং ব্যবস্থার প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছেন, স্বল্প সিলেবাসে পড়াশোনার জন্য বর্তমানে তাঁর ছেলেকে প্রতিটি বিষয়ে মাষ্টার রেখে পড়াতে হচ্ছে। তিনি নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তির ব্যাপারে বলেন, এ ব্যবস্থা চালু হলে ভাল কলেজে ভর্তি হওয়ার আগ্রহে ভাল পড়াশোনা করে ছাত্র-ছাত্রীরা ভাল মার্ক নিয়ে পাস করবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ইরশাদুল হক বলেন, কোচিং সেন্টার নামের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে সরকারী কোনও অনুমোদন নেই। এছাড়া দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা নীতিমালার মধ্যে কোচিং বা অ-পদ্ধতিগত শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন নির্দেশ না থাকায় তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না। এদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলে জাতীয় সংসদে বিল পাস করে নতুন আইন সৃষ্টির মাধ্যমে তা করতে হবে। শিক্ষা সচিব দুঃখ করে জানান, আমাদের দেশে কোনও শিক্ষা আইন নেই।